ফসলের জাত পরিচিত

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : কিরনী

জনপ্রিয় নাম : কিরনী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালো

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য : এ জাতের পাতা বড় হয়। মাথা ১০-১৪ সে.মি. হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১০-১৫০ সে.মি.

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২৫-১.৮

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারী

ফসল তোলার সময় :

এপ্রিল-মার্চ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : ডি এস-১

জনপ্রিয় নাম : কিরণী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চেপ্টা ও লম্বাটে, রং কালো। হাজার বীজের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ লম্বা ও চ্যাপ্টা। বীজের রঙ কালো।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৬.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৫ - ৪০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য আগষ্ট-মধ্য অক্টাবর)

ফসল তোলার সময় :

কার্তিক - অগ্রহায়ন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : ডি এস-১

জনপ্রিয় নাম : কিরণী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ লম্বা ও চ্যাপ্টা। বীজের রঙ কালো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৫ - ৪০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্ত্তিক-আগ্রহায়ন (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

পৌষ-ফাল্গুন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : ডি এস-১

জনপ্রিয় নাম : কিরণী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ লম্বা ও চ্যাপ্টা। বীজের রঙ কালো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৫ - ৪০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্ত্তিক-আগ্রহায়ন (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

পৌষ-ফাল্গুন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : বারি সূর্যমূখী-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ তুলনামূলক লম্বা। বীজের রং কালো। হাজার বীজের ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৭.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫-১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৫ - ৪০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র- আশ্বিন (মধ্য আগষ্ট - মধ্য অক্টাবর)

ফসল তোলার সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : সূর্যমুখী

জাতের নাম : বারি সূর্যমূখী-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ তুলনামূলক লম্বা। বীজের রং কালো। হাজার বীজের ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.৮ - ৯.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৫ - ৪০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগ্রহায়ন (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

ফসল : সূর্যমুখী

পুষ্টিমান :

সূর্যমুখীর বীজে ৪০-৪৫% লিনোলিক এসিড রয়েছে, তাছাড়া এতেলে ক্ষতিকারক ইরোসিক এসিড নেই। হৃদরোগীদের জন্য সূর্যমুখীর তেল খুবই উপকারী।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

ফসল : সূর্যমুখী

বর্ণনা : জমির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ লাইনে বপন করা উত্তম।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বীজ পুষ্ট, পরিছন্ন ও বিশুদ্ধ হতে হবে। ৮০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন ও মিশ্রনমুক্ত হবে। উচ্চফলনশীল জাতের বীজ বিশ্বস্থ বীজ বিক্রেতার নিকট হতে বায়ু নিরোধ প্যাকেট এ রক্ষিত বীজ ক্রয় করতে হবে।

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ ইঞ্চি রাখতে হয়।

বীজতলা পরিচর্চা : নিয়মিত দেখাশুনা করা ও রোগের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা।
তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

ফসল : সূর্যমুখী

চাষপদ্ধতি :

জমির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ লাইনে বপন করা উত্তম ।লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ ইঞ্চি রাখতে হয়।

রোগবালাইয়ের আক্রমন রোধে বীজ ও জমি শোধন করে নেয়া উত্তম।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

ফসল : সূর্যমুখী

মৃত্তিকা :

বেলে দোআঁশ, দোআঁশ

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :
গোবর সার ৮-১০টন । ইউরিয়া ১৮০-২১০ কেজি শেষ চাষের সময়।। ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বর্ণিত বাকি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং বাকি ইউরিয়া ৪০-৪৫ দিন পর ফুল ফোটার আগে প্রয়োগ করুন। টিএসপি ১৬০- ১৮০ কেজি। এম ও পি ১৫০-১৭০। জিপসাম ১৫০-১৭০। জিঙ্ক সালফেট ৮-১০ কেজি। বরিক এসিড (রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বগড়া, জয়পুরহাট, নওগা ও রাজশাহী এলকার জন্য) ১০-১২ কেজি। ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ৮০-১০০ কেজি।

বারি সূর্যমূখী-২ এর জন্য -

গোবর ৪.০-৫.০ কেজি, ইউরিয়া ১০০-১১০ গ্রাম, টিএসপি ৯০-১০০ গ্রাম, এমওপি ৮০-১০০ গ্রাম, জিপসাম ৮০-১০০ গ্রাম, দস্তা ১০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৪০-৫০ গ্রাম, বোরণ সার ১০ গ্রাম।

অন্যান্য জাতের জন্য-

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	২০-৪০ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	১.২ কেজি	৩০০ কেজি
টিএসপি	১.১ কেজি	২৭০ কেজি
পটাশ	১ কেজি	২৩০ কেজি
জিপসাম	৫০০ গ্রাম	১১০ কেজি
দস্তা	১০০ গ্রাম	২.৫ কেজি

অর্ধেক ইউরিয়া সমুদয় অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রথমভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর ফুল ফোটার পর্বে প্রয়োগ করতে হবে।"

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসল : সূর্যমুখী

বর্ণনা : অবস্থা ভেদে ১ থেকে ২টি সেচ দিন

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা গজানোর ২৫-৩০ দিন পর অবস্থা ভেদে ১ম সেচ দিন এবং ৪০- ৪৫ দিন পর বা ফুল ফোটর আগে ২য় সেচ দিন।বীজ পুষ্ট হবার আগে প্রয়োজনে ৩য় সেচ দিন। গর্ত খুড়ে বীজ বোনা হলে ১ম সেচ অবশ্যই দিবেন। কারণ এর সাথে সার প্রয়োগ ও গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া জড়িত।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : ফসলটি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমি প্রস্তুতির সময় সুনিষ্কাষণ ব্যবস্থা রাখুন। দুপুর বেলায় সেচ না দিয়ে সকালে অথবা বিকেলে সেচ দিন। প্লাবন/ নালা/ ফিতা পাইপ পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে পানির অপচয় রোধ করুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

মধ্য নভেম্বর- জানুয়ারী মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে ফুল ফোটার সময়ে অতিরিক্ত লবনাক্ততার ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

ফসল : সূর্যমুখী

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : অক্টাবর -ডিসেম্বর মাসে দেখা য়ে। ফেবরুয়ারি মাসে বীজ হয়, মার্চ-এপ্রিলে বীজ । রবি ও খরিফ।

আগাছার ধরন : বর্ষজবী।

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : সূর্যমুখী

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ। জুন - অক্টাবর মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী। কান্ড খাড়া,সরল, তিনকেণাকার। মূল মাটির নিচে কন্দে রূপান্তর ঘটে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল কন্দ বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : সূর্যমুখী

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ । এপ্রিল - জুলাই মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বহু বর্ষজীবী। কান্ড শায়িত, বহুশাখা বিশিষ্ট। পর্বে গুচ্ছমূল আছে, চ্যাপ্টা রোমহীন । পাতা রেখা আকার, কান্ডারণকারী পাতার গোড়া হালকা সবুজ। লিগিউল সাদা আংটির মত রোমময়। ধাবক, কন্দমূল ও বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল কন্দ বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ফসল : সূর্যমুখী

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : ঝড়/শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

দুই লাইনের মাঝে নালা তৈরি করুন। ফলন্ত গাছে খুঁটি দেয়ার ব্যবস্থা রাখুন। দূর্যোগ প্রবন এলাকাতে জানুয়ারি মাসের আগে বপন সম্পন্ন করতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

পানি জমি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। হেলে পড়া গাছ খুঁটি দিয়ে সোজা করে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা জানুন।

প্রস্তুতি : বীজ মোটামুটি পরিপক্ক হলে তা তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি -কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান। এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

ফসল : সূর্যমুখী

পোকার নাম : পাতা ও মাথা ছিদ্রকারি পোকা

পোকা চেনার উপায় : সবুজ বা সাদা রঙের ছোট ছোট কীড়া

ক্ষতির ধরণ : বাড়ন্ত অবস্থায় পাতা খায় এবং ছলি আক্রমণ কওে ফুল খেয়ে নষ্ট করে। পুষ্ট বীগের হার কমে যায়

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১ মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলি লিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলি লিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বাড়ন্ত অবস্থা থেকে ফুল আসা পযন্ত জমি ঘনঘন পর্যবেক্ষণ।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : সূর্যমুখী

পোকার নাম : কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : কাটুই পোকা

ক্ষতির ধরণ : রাতে চারার গোড়া কেটে ফেলে

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি/ ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ঘনঘন পর্যবেক্ষণ।

অন্যান্য :

সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশেপাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। জমি পরিষ্কার করে আবর্জনা এক জায়গায় সারারাত স্তূপ করে রাখলে পোকা সেখানে এসে জমা হবে, পরের দিন সকালে পোকা সহ আবর্জনা পুড়ে ফেলতে হবে। সেচ দিন, এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

ফসল : সূর্যমুখী

রোগের নাম : সূর্যমুখীর হোয়াইটমোল্ড রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার বোটায়, কান্ডে ও ফলে পচন ও সাদা তুলার মত বস্তু দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করুন। ২. সুষম সার ব্যবহার করুন। ৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ কর।

অন্যান্য :

প্লাবন সেচের পরিবর্তে স্প্রিংলার সেচ দেয়া। আক্রান্ত ফল, পাতা ও ডগা অপসারণ করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : সূর্যমুখী

রোগের নাম : ডাউনি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করুন ২. সুষম সার ব্যবহার করুন ৩. রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : সূর্যমুখী

রোগের নাম : পাতা ঝলসানো রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় প্রথমে ধূসর বা গাঢ় বাদামি রঙের অসম আকারের দাগ দেখা যায়, পরে বড় দাগের দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রতি কেজি বীজে ১ গ্রাম হারে প্রোভেক্স/ ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন। রোগের আক্রমণের সাথে সাথে ১০ দিন অন্তর অন্তর রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি (২%) দুইবার।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল : সূর্যমুখী

ফসল তোলা : ফলের পাকা অবস্থায় গাছের পাতা হলদে হয়ে আসে মাথা নুয়ে পড়ে। হেডের দানা গুলো পুষ্ট, শক্ত ও কালো রং ধারন এবং হেডের গোড়া বাদামী হয়ে আসলে হেড সংগ্রহ করুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

মাথাগুলো রোদে শুকিয়ে নিন। নরম হলে মাথার পেছন দিকে শক্ত লাঠি বা কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করে মাথা থেকে বীজ আলাদা করে নিন। অথবা, দু হাতে ভালভাবে রোদে শুকানো দুটি হেড নিয়ে পরস্পর ঘসে বীজ ছড়িয়ে নিন। বীজে যেন বৃষ্টি বা পানি ও ময়লা কিছু না লাগে তা খেয়াল রাখুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

দুই তিন দিন বীজ চাটাই বা ত্রিপলের উপরে রোদে শুকিয়ে নিন, তার পর বীজ ঠান্ডা করে নিন। রোদে শুকানোর সময়, অন্য জাত, অন্য ফসল বা আর্বজনা যেন বীজের সাথে না মিশে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সংরক্ষণ : পলিব্যাগে করে ছালার বস্তায়, টিন বা ড্রামে বায়ুরোধি অবস্থায় ভরে রাখুন। বীজ পাত্রে বাতাস ঢুকলে বীজের গজানোর হার ও তেলের মান নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি ৩০ কেজি বীজে ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ও সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

ফসল : সূর্যমুখী

বীজ উৎপাদন :

হাইব্রিড জাতের ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না। ফসল সংগ্রহের পর পুষ্ট ও পরিষ্কার বীজ বাছাই করে নিন।

বীজ সংরক্ষণ:

দুই তিন রোদে বীজ শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিথিন ব্যাগে করে ছালার বস্তায় বা কেরোসিনের টিন বা ড্রামে বায়ুরোধি অবস্থায় ভরে রাখুন। প্রতি ৩০ কেজি বীজে ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ও সংরক্ষণ করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

ফসল : সূর্যমুখী

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বীজ উৎপাদনকারী চাষি, ডি এ ইর প্রকল্প, বিএডিসি ও কোম্পানীর বীজ ডিলারএর দোকান। বি এ আর আই ও বিনা এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি

ফসল : সূর্যমুখী

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের উপকারিতা :

কাজ সহজ করে

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহনযোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : কাজের পর পরিষ্কার রাখুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাজারজাতকরণ

ফসল : সূর্যমুখী

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাচা, বাঁশের ঝুড়ি, চটের থলে

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ঝুড়ি/কার্টন/প্লাস্টিকের ঝুড়িতে

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।